তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উপবৃত্তি অফিসে অনিয়ম-দুর্নীতি

মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদানের জন্য গঠিত ফিমেল সেকেন্ডারি স্কুল প্রজেক্টের দ্বিতীয় পর্যায় জুলাই ২০০১ থেকে শুরু হয়েছে। প্রজেক্টের প্রথম পর্যায়ে কর্মকর্তার পদবি উপজেলা অফিস প্রজেক্ট ম্যানেজার ছিল, দ্বিতীয় পর্যায়ে তা পরিবর্তন করে উপজেলা প্রজেক্ট অফিসার করা হয়। ২০০১-২০০২ অর্থবছরে প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বেতন-ভাতার বরাদ্দ আসে, যা উপজেলা প্রজেক্ট অফিসারের পদবির বিপরীতে খরচ উত্তোলনের অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু কর্মকর্তারা তাদের চাকরি রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রজেক্টের চাকরি/পদবি/বেতন বরাদ্দ প্রত্যাখ্যান করেছেন। গত ৩০ জুন অর্থবছরের সমাপ্তিকালে কর্মকর্তারা তাদের বেতন-ভাতা না নিলেও প্রজেক্টের প্রথম পর্যায়ের পদবি লাগিয়ে অফিসের আনুষঙ্গিক খাতের সব টাকা তুলে নিয়েছেন।

শুধু তাই নয়, নিয়মবহির্ভূতভাবে গার্ড ও সুইপারের নামে ভ্রমণ ভাতা করে তা আত্মসাৎ করেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, প্রজেক্টের দ্বিতীয় পর্যায়ের বরাদ্দ কি করে বিলুপ্ত প্রথম পর্যায়ের পদবি লাগিয়ে উত্তোলন করে, আর নিরীক্ষা অফিসই বা কি করে তা মেনে নিল? আর জুন ফাইনালে টাকা উত্তোলনের বিল-ভাউচার কতটুকু সঠিক নিয়মে করা হয়েছে, বাস্তবের সঙ্গে এর সম্পর্ক কতটুকু তা দেখারইবা কে আছে? উজিরপুর উপজেলায় এবং পার্শ্ববর্তী আগৈলঝাড়াসহ প্রজেক্টের প্রায় অফিসেই এ ঘটনাটি ঘটেছে। বিষয়টি প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তদন্ত কর দেখার সবিশেষ অনুরোধ রইল।

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
ধামুরা বাজার, উজিরপুর, বরিশাল